বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১১ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ২৬মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 26-03-2026 16:01 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১১ চৈত্র ।। ১৪৩২।। বৃহস্পতিবার ২৬ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলাদেশে পদ্মা নদীতে বাস পড়ে যাওয়ার ঘটনায় মৃত বেড়ে ২৩

আর রেহাই নেই, শিগগির সিবিআই হেফাজতে নীরব মোদি!

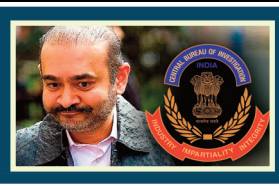

রামনবমীর শুভেচ্ছা মমতার, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আর্জি

আবারও লকডাউনের পরিকল্পনা চলছে

বিজেপির চক্রান্ত ফাঁস করে তোপ মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গ সফর সেরে ফিরেই বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে মেগা প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে প্রথম নির্বাচনী জনসভা থেকেই চড়া সুরে বিজেপিকে বিঁধলেন তিনি। একদিকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা নিয়ে ক্ষোভ, অন্যদিকে রান্নার গ্যাস ও নতুন করে লকডাউনের আশঙ্কা উসকে দিয়ে কার্যত জনযুদ্ধের ডাক দিলেন তৃণমূল নেত্রী। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে লাউদোহা ফুটবল ময়দানের ভিড়ে ঠাসা সভা থেকে মমতা সাফ জানালেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে বিজেপির নাম ঢোকানো হয়েছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত' ।নির্বাচনী লড়াইকে মহাভারতের প্রেক্ষাপটে টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি হল 'কৌরব পক্ষ' আর তৃণমূল 'পাণ্ডব পক্ষ'। কেন্দ্রকে আক্রমণ করে তাঁর টিপ্পনী, 'এরা বলে ঝুট, করে লুট'। নিজের সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিরোধীদের একহাত নিয়ে মমতা বলেন, 'জীবনে এক টাকা মাইনে নিই না। কারও পয়সায় চা খাই না'। মোদী সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে বলেন, আবারও নাকি লকডাউনের পরিকল্পনা চলছে। নোটবন্দির লাইনের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, গ্যাস বুকিংয়ের সময়সীমা কমিয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে। 'ওদের আমি বিশ্বাস করি না। তবে কোভিডে যদি লড়াই করতে পারি, এবারও পারব', আত্মবিশ্বাসী শোনাল নেত্রীর কণ্ঠ ।রাজ্যের এসআইআর তালিকা এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কর্মীদের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। ট্রাইব্যুনালের লড়াইয়ে দলীয় স্তরে নিখরচায় আইনি সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর অভিযোগ, আলুচাষিদের নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। সরকারের সাফল্যের খ তিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে, বাকিগুলোও করে দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যসাথীর ৫ লক্ষ টাকার সুবিধা যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই পায়, সে কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি।মা-বোনেদের সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেন, আগামীতে সরকার 'দুয়ারে স্বাস্থ্য' পরিষেবা চালু করবে। সভা শেষে তিনি হুঙ্কার ছাড়েন, 'যতই করো হামলা, তৃণমূলই জিতবে বাংলা, তোমরা বসে উকুন বাছো'! পাণ্ডবেশ্বর থেকে দুবরাজপুরের খয়রাশোলে জনসভা করতে যাওয়ার আগে নেত্রীর এই তেজি মেজাজ নিচুতলার কর্মীদের মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।আসন্ন ছাব্বিশের লড়াইয়ে তাঁর এই তৎপরতা যে বিরোধীদের ঘুম ওড়াবে, তা স্পষ্ট। লাউদোহার সভা থেকে তিনি বার্তা দিয়েছেন, মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে তৃণমূল রাস্তায় থেকে লড়াই করবে। ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর জন্য নথিপত্র জোগাড়ের নির্দেশ দিয়েছেন সংগঠকদের। মমতা অভিযোগ করেছেন, বিজেপি কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, কাজের কাজ কিছু করে না। মানুষের জন্য ঘর থেকে শুরু করে চিকিৎসার বন্দোবস্ত তাঁর সরকারই করেছে। শেষবেলায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, বাংলা জয় করবে তৃণমূলই, আর বিরোধীরা কেবল ষড়যন্ত্র করে সময় নষ্ট করবে।

পুরনো জয়ের ছায়ায় নতুন চ্যালেঞ্জ

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে ফের তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক উত্তাপ। একসময় বিজেপির দখলে থাকা এই কেন্দ্র কি আবার গেরুয়া শিবিরের হাতে ফিরবে? নাকি তৃণমূল কংগ্রেসই নিজেদের দখল ধরে রাখতে পারবে;এই প্রশ্ন ঘিরেই এখন রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ধূপগুড়ি কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে ছিল। তবে বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়ে যায়। এরপর ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ধূপগুড়ি দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ওই উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন ধূপগুড়ির ঠাকুরপাঠ এলাকার ফোনির মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী সভা করছেন, এই মাঠ থেকেই ২০২৩ সালের উপনির্বাচনের আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন;ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। নির্বাচনে জয়ের পর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয় এবং ধূপগুড়ি মহকুমা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পায়। ফলে ধূপগুড়ির মানুষের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা শুধু রাজনৈতিক প্রচার নয়, বরং পুরনো প্রতিশ্রুতি ও উন্নয়নের দাবির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলেই মনে করা হয়। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, ২০২৬-এর নির্বাচনে ধূপগুড়ি আসন পুনর্দখলে মরিয়া বিজেপি। ইতিমধ্যেই বিজেপির পক্ষ থেকে একাধিক হেভিওয়েট নেতার সভা ও কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে। গেরুয়া শিবির এই আসনকে ফেরত আনার লড়াই হিসেবে গুরুত্ব দিচ্ছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ধূপগুড়িতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল।

বকেয়া ডিএ, চালু পোর্টাল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু করল নবান্ন। বকেয়ার হিসাব কষতে অর্থ দফতর চলতি সপ্তাহেই একটি বিশেষ পোর্টাল চালু করেছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র তথ্য সেখানে আপলোড করছেন সরকারি কর্মীরা। ৩১ মার্চ অর্থাৎ অর্থবর্ষের শেষ লগ্নেই ডিএ-র প্রথম কিস্তি মেলার অপেক্ষায় বুক বাঁধছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্মচারী। তবে এই তৎপরতার মধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে ধন্দ তৈরি হয়েছে 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর' বা এসওপি নিয়ে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে ডিএ দেওয়ার আগে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রকাশের কথা থাকলেও নবান্ন এখনও তা করেনি। ফলে কোন পদ্ধতিতে এই বিশাল অঙ্কের টাকা মেটানো হবে, তা নিয়ে সংশয়ে খোদ শীর্ষ কর্তারা। ৩১ মার্চের সময়সীমার মধ্যে এত বিপুল সংখ্যক কর্মীর পাওনা মেটানো সম্ভব কি না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এদিকে শিক্ষক ও পুরসভার কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। বামপন্থী শিক্ষক নেতা স্বপন মণ্ডলের অভিযোগ, 'নতুন পোর্টালে কেবলমাত্র সরকারি কর্মচারীরাই নিজেদের বকেয়া হিসাব আপলোড করতে পারছেন। বাকি ডিএ প্রাপকরা তাঁদের বকেয়া হিসাব আপলোড করতে পারছেন না।' এই বৈষম্য নিয়ে সরব হয়েছে কো-অর্ডিনেশন কমিটিও। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই সমাজমাধ্যমে স্পষ্ট করেছিলেন যে, সরকারি কর্মী ছাড়াও শিক্ষক, পেনশনভোগী ও পুরকর্মীরা ২০২৬-এর মার্চ থেকেই বকেয়া পাবেন। তৃণমূল সমর্থিত কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা প্রতাপ নায়েকের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আমরা আস্থাশীল। আগামী দিনে সকলে নিজেদের প্রাপ্য পাবেন বলেই আমরা আশা করছি।'

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 26-03-2026 16:01 Page 3

আর মাত্র ৬ দিন!

ভারতের তেলের ভাণ্ডারে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে...

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে পশ্চিম এশিয়া এখন কার্যত আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে। একদিকে ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সরাসরি সংঘাত, আর অন্যদিকে লোহিত সাগর ও হরমুজ প্রণালীতে চলা অস্থিরতা;সব মিলিয়ে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ ব্যবস্থা চরম অনিশ্চয়তার মুখে। এই ঘোরালো পরিস্থিতিতে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার এক কঙ্কালসার চেহারা সামনে এসেছে। ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সাম্প্রতিক এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ বা আপদকালীন তেলের ভাণ্ডারে বর্তমানে যা মজুত আছে, তা দিয়ে বড়জোর ৬ দিন দেশের চাকা সচল রাখা সম্ভব।ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮৮ শতাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করে। এই বিপুল আমদানির একটি বড় অংশ, অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ আসে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' দিয়ে। ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী এই সরু সমুদ্রপথটি এখন যুদ্ধের কারণে কার্যত অবরুদ্ধ হওয়ার পথে। যদি কোনও কারণে এই পথে তেলের জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়, তবে ভারতের অর্থনীতিতে তার প্রভাব হবে ভয়াবহ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, এমন এক সংকটকালে দেশের আপদকালীন তেলের ভাণ্ডারগুলো পূর্ণ করার পরিবর্তে বাজেট বরাদ্দ উল্টে কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ভারতের বিশাখাপত্তনম, ম্যাঙ্গালোর এবং পাদুর- এই তিনটি জায়গায় ভূগর্ভস্থ বিশাল তেলের গুদাম বা রিজার্ভ রয়েছে। এগুলি যদি পুরোপুরি ভর্তি থাকে, তবে দেশের সাড়ে ৯ দিনের তেলের চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী রাজ্যসভায় এক লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, বর্তমানে এই ভাণ্ডারগুলোতে ধারণক্ষমতার মাত্র ৬৪ শতাংশ তেল মজুত আছে। অর্থাৎ ৩.৩৭২ মিলিয়ন টন তেল এখন সরকারের হাতে রয়েছে, যা বর্তমান ব্যবহারের নিরিখে মাত্র ৬ দিনের জন্য যথেষ্ট। ইন্ডিয়া টুডে-র এক আরটিআই রিপোর্টেও এই তথ্যের সত্যতা মিলেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার না হওয়ায় ভারতের প্রকৃত সুরক্ষা কবচ এখন আগের চেয়ে অনেক দুর্বল। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো কেন্দ্রীয় বাজেটে এই খাতের বরাদ্দ ছাঁটাই। চলতি অর্থবর্ষে যেখানে এই কৌশলগত ভাণ্ডার পূর্ণ ও সম্প্রসারিত করার জন্য ৫,৮৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সরকার সেখানে খরচ করতে চলেছে মাত্র ১,০৩৯ কোটি টাকা। এমনকি আগামী অর্থবর্ষের জন্য এই বরাদ্দ কমিয়ে মাত্র ২০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যেকোনও মুহূর্তে আকাশছোঁয়া হতে পারে,

সেখানে কেন এই ব্যয়সংকোচ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিশেষজ্ঞরা। বর্তমানে ভারতের এই ৬ দিনের 'লাইফলাইন' কি দেশের কোটি কোটি মানুষের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে পারবে? হরমুজ প্রণালীর সংকট যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে দেশের বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে এখন থেকেই আশঙ্কার মেঘ ঘনাচ্ছে।

ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের শুরু। ভ্যাপসা গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া যাবে বাংলায়। একটানা সাতদিন ঝড়বৃষ্টি ও বিকেলে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা পর থেকে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব আরও বাড়বে।আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। এরপর থেকে তাপমাত্রা আবারও ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের শুরু পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দুর্যোগের ঘনঘটা। কালবৈশাখীর তাণ্ডব চলবেই। পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী শুক্রবার, শনিবার টানা দু'দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। ওইদিন বাকি জেলাগুলিতে এবং শনিবার সব জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে। আগামী রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সোমবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার ও বুধবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আজ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির দাপট কম থাকবে। যদিও বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার হলুদ সর্তকতা জারি রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। আগামিকাল শুক্রবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি, ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। জারি কমলা সতর্কতা।

আগামী শনিবার ও রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। জারি রয়েছে হলুদ সর্তকতা।উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত কালবৈশাখী, ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও জেলায় সতর্কতা জারি হয়নি।

মাস্টারস্ট্রোক ইরানের

ভারতের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দিলো ইরান

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মোদির কাছে ট্রাম্পের ফোন আসার পরেই তেহরান নিল এই পাল্টা চাল ইরানের। মঙ্গলবারই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহ নিয়ে কথা হয়েছে। বেশ কিছু বিষয়ে মোদিকে আশ্বস্তও করেছেন ট্রাম্প। এরপরেই পাল্টা চাল ইরানের। ভারতের জন্য হরমুজ প্রণামী খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান। ভারত ছাড়াও হরমুজ প্রণালী খোলা থাকবে চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান ও ইরাকের জন্য। বুধবার গভীর রাতে এই কথা জানিয়েছেন ইরানের বিদেশ মন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। ইরান অবশ্য আগেই জানিয়েছিল, তাদের সঙ্গে শত্রুতা নেই, এমন দেশের জাহাজগুলিকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে যাতায়াত করতে দিতে রাজি তারা। তবে কোন কোন দেশ সেই তালিকায় রয়েছে, তা তখনও স্পষ্ট ছিল না। বুধবার আবার খবর ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তানমুখী একটি জাহাজ হরমুজ প্রণালী পার হওয়ার সময়ে বাধার মুখে পড়েছে। এটা ঘটনা, আমেরিকা এবং

ইরানের সংঘর্ষ থামানোর জন্য মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এই অবস্থায় মাস্টারস্ট্রোক দিল ইরান। তেহরান জানাল, ভারত, চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান ও ইরাক হরমুজ প্রণালী ব্যবহার করতে পারবে। ইরানের সরকারি টেলিভিশনে আরাঘচি বলেছেন, ' হরমুজ প্রণালী একেবারে বন্ধ নেই। ইরানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে, এমন বেশ কিছু দেশের জাহাজকে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' আরাঘচি এরপরই যোগ করেন, ' নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য বিভিন্ন দেশ ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি দেশকে আমরা বন্ধু বলে মনে করি। সেক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সেই জাহাজগুলিকে নিরাপদে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার মধ্যে চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরাক এবং ভারতের জাহাজ রয়েছে। কয়েক দিন আগে ভারতের দু'টি জাহাজ এই পথ দিয়ে গিয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশের জাহাজও হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাবে।'তবে আমেরিকা ও ইজরায়েলের নাম হরমুজ প্রণালী ব্যবহারের জন্য একেবারেই নেওয়া হয়নি। এটা ঘটনা, দু'দিন আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জে ইরান জানিয়েছিল, যে সব জাহাজকে ইরান নিজের শত্রু বলে মনে করবে না, তারাই হরমুজ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। তবে সেই যাতায়াতে কিছু শর্তও আরোপ করা হয়েছিল। এবার পাঁচ দেশের নাম জানাল ইরান। যারা ব্যবহার করতে পারবে হরমুজ প্রণালী।ইরানের এই সিদ্ধান্তের ফলে জ্বালানি সংকট থেকে মুক্তি পেতে চলেছে ভারত সহ বাকি দেশগুলি। যাদের হরমুজ প্রণালী ব্যবহারে কোনও বাধা নেই।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 26-03-2026 16:01 Page 4

রামনবমীর শোভাযাত্রায় অস্ত্র

আয়োজকদের সঙ্গে বচসা পুলিশের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রামনবমীর শোভাযাত্রায় অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগে শোভাযাত্রায় বাধা দেয় পুলিশ, যার জেরে আয়োজক ও পুলিশকর্মীদের মধ্যে তীব্র বচসার সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছয়।রামনবমী উপলক্ষ্যে এদিন নিউটাউন রামমন্দির থেকে দমদম রামমন্দির পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল থেকেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন আয়োজক ও বিজেপি সমর্থকরা। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পীযূষ কানোরিয়া। আয়োজকদের দাবি, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মন্দিরে পুজোর জন্য একটি অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই অস্ত্রটি একটি গাড়িতে রাখা ছিল। কিন্তু মিছিল শুরুর আগেই পুলিশ তা নজরে আনে এবং জানায়, অস্ত্র নিয়ে মিছিল করা যাবে না। এই নির্দেশ ঘিরেই শুরু হয় তীব্র বচসা। বিজেপি নেতা-কর্মী ও আয়োজকদের

সঙ্গে পুলিশের বাকবিতণ্ডা কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে। যদিও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এরপর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শোভাযাত্রাটি দমদম রামমন্দির পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে পীযূষ কানোরিয়া বলেন, তাঁর মিছিলে কখনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি এবং এদিনও সেইরকম কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি দাবি করেন, শুধুমাত্র পুজোর জন্য অস্ত্রটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এক পুলিশ অফিসার অযথা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রামনবমী উপলক্ষ্যে একাধিক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। আসানসোল-এর রানিগঞ্জের নারায়ণকুড়ি গ্রামে আয়োজিত কলস যাত্রায় অংশ নেন অগ্নিমিত্রা পল। তিনি জানান, প্রতি বছরই তিনি রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

ভোটের মুখেই শ্যুটআউট !

নিহত তৃণমূলকর্মী

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নির্বাচনের আবহে খাস কলকাতা-য় চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা। গুলি করে খুন করা হল এক তৃণমূল কর্মীকে। মৃতের নাম রাহুল দে। বুধবার গভীর রাতে বাঘাযতীন-এর পূর্ব ফুলবাগান এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন জিৎ মুখোপাধ্যায় নামে আরও এক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, একটি বহুতলের ছাদে অন্তত তিন রাউন্ড গুলি চলে। আচমকা গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন রাহুল দে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় জিৎ মুখোপাধ্যায়কে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পাটুলি থানা-র বিশাল পুলিশবাহিনী। পরে আসে লালবাজার হোমিসাইড শাখা-র আধিকারিকরাও।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে জিৎ মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন রাহুল। পরিবারের দাবি, জিৎ নিজেই ফোন করে রাহুলকে ডেকে পাঠান। রাত সাড়ে ১২টার পর হঠাৎ করেই ছাদ থেকে গুলির শব্দ শোনা যায় বলে দাবি স্থানীয়দের। একাধিকবার গুলির শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছাদে রক্তাক্ত অবস্থায় দুই যুবককে পড়ে থাকতে দেখে। রাহুলের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয় ঘটনাস্থলেই। অন্যদিকে, জিৎকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই দু'জন পরিচিত ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহত জিৎ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি জানিয়েছেন, বুধবার রাতে আচমকাই কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফ্ল্যাটে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। তবে অভিযুক্তদের কাউকেই তিনি চিনতে পারেননি বলে দাবি। তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, দীর্ঘদিন জিৎ ও রাহুলের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না। তা সত্ত্বেও হঠাৎ করে কেন রাহুলকে ডাকা হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনার নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে এবং কারা জড়িত, তা জানতে জোরকদমে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় শুভেন্দুর জনসংযোগ অভিযান

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাম নবমীর শোভাযাত্রাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে রাজনৈতিক বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদুবাবুর বাজারের অজন্তা ধাবা থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রায় গেরুয়া পাগড়ি পরে যোগ দেন শুভেন্দু, আর খোল-করতাল, কীর্তন ও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।মিছিল এগোতে থাকলে রাস্তার দু'পাশে ভিড় জমায় মানুষ। বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকেও বহু মানুষ তা উপভোগ করেন। এই আবহেই কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে সরাসরি জনসংযোগও করতে দেখা যায় তাঁকে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ভবানীপুর কেন্দ্রকে ঘিরে এই সক্রিয়তা আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর প্রেক্ষিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এবারের রাম নবমীতে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে শুভেন্দুর। তবে ভবানীপুর দিয়েই সূচনা করার পিছনে স্পষ্ট রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মমতার-র শক্ত ঘাঁটিতে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার পাশাপাশি হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ঘটানোই তাঁর লক্ষ্য বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। পাণ্ডবেশ্বর ও দুবরাজপুরে সভা করতে ব্যস্ত ছিলেন মমতা। সেই ফাঁকেই ভবানীপুরে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চালান শুভেন্দু।মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই তিনি রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। কাজ, খাদ্য, বাসস্থান ও মহিলাদের নিরাপত্তার আশ্বাসের পাশাপাশি যুবকদের রাজ্যেই কর্মসংস্থানের বার্তা দেন তিনি।অন্যদিকে পাল্টা কৌশল নিচ্ছে তৃণমূলও। দলের নেতা অভিষেক ব্যানার্জী কর্মীদের প্রতি ভোট বাড়ানোর লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন। গত উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয় পাওয়া ভবানীপুরে সেই ব্যবধান আরও বাড়ানোর লক্ষ্য তৃণমূলের।

বাহিনীর দখলে স্কুল !

পঠনপাঠন চালু রাখতে বিদ্যালয় অন্যত্র সরালেন শিক্ষকরা

নয়া জামানা, গোপালনগর ঃ বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজ্যে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কুল ও প্রশাসনিক ভবনে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহু স্কুলে পঠন-পাঠন। তেমনই গোপালনগর থানার অন্তর্গত কালীচরণ চক্রবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়-এ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে ক্লাস।তবে এই পরিস্থিতিতে অভিনব উদ্যোগ নিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ স্কুল কার্যত স্থানান্তরিত করা হয়েছে অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় দেবরানী বালিকা বিদ্যালয়-এ অস্থায়ীভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।স্কুল সূত্রে খবর, প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে এই বিদ্যালয়ে। নির্বাচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে স্কুলে থাকবেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আসন্ন গরমের ছুটি। তাই দেরি না করে বিকল্প ব্যবস্থার পথে হাঁটে স্কুল কর্তৃপক্ষ।প্রধান শিক্ষক শেখর বিশ্বাস জানান, দেবরানী বালিকা বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় প্রায় ২০ জন শিক্ষক ভাগ করে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস নিচ্ছেন। নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি পিটি প্যারেড ও যোগব্যায়ামের ক্লাসও চলছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার প্রতি আগ্রহ বজায় থাকছে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা।পড়ুয়াদের কথায়, বাড়িতে একা পড়াশোনায় মন বসছিল না। স্কুলে এসে বন্ধুদের সঙ্গে পড়তে পারায় ভালো লাগছে। অন্যদিকে অভিভাবকেরাও এই উদ্যোগে খুশি। তাঁদের মতে, শিক্ষকদের এই প্রচেষ্টায় পড়াশোনায় কোনও ঘাটতি হবে না।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 26-03-2026 16:01 Page 5

দুর্ধর্ষ ডাকাতের স্মৃতি বয়ে চলেছে রানাঘাটের নাম

চূর্ণি নদীর ধারে তখন নাকি ডাকাতের আস্তানা। সেই ভয়ে সব নৌকো যেত দলবদ্ধভাবে। ডাকাত-সর্দারের এমনই দাপট যে তাঁর জন্যেই কালক্রমে অঞ্চলের পুরোনো নামটিও গেল খসে। সেই থেকে ডাকাত-সর্দারের কিংবদন্তী নামের শরীরে নিয়েই বহরে বাড়ছে রানাঘাট। যদিও, সেই নামকরণ নিয়ে আরো অনেক গপ্প রয়েছে। গপ্পরা আসলে ঘিরে আছে গোটা রানাঘাটকেই। নদীয়া জেলার এই শহর আদতে ঘোর মফস্ সল। সামান্য দূরেই বর্ডার। গেদে পেরোলেই বাংলাদেশ। ওপার বাংলা। দেশভাগের পর তাই ছিন্নমূল মানুষদের সবচাইতে বড়ো ঢল চাক্ষুষ করেছিল এই শহরই। রাতারাতি 'উদ্বাস্তু' তকমা লেগে যাওয়া মানুষগুলোর জন্য এখানেই খোলা হয়েছিল 'কুপার্স ক্যাম্প'। অবশ্য, রানাঘাটও ছিন্নমূল হতে বসেছিল তার আগে। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পর দু'দিনের জন্য সে পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে। তারপর, ফের ভারতে অন্তর্ভুক্তি। তিনদিনের মধ্যে দু'দুবার দেশ-বদল। ইতিহাস মোটে সাদামাটা নয় এই সুপ্রাচীন জনপদের। রানাঘাট পুরসভার জন্ম ১৮৬৪ সালে। তার দু'বছর আগেই চালু হয়ে গেছে শিয়ালদা-রানাঘাট ট্রেন চলাচল। এই রানাঘাট সংলগ্ন বীরনগর পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। পরে এই অঞ্চলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও হয়েছিলেন তিনি। নবীনচন্দ্র সেনের আমন্ত্রণেই রানাঘাটে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দুই কবির যুগলবন্দিতে সেদিন উত্তাল হয়েছিল এই জনপদ। কৃষ্ণনগরে কর্মরত দীনবন্ধু মিত্রও কাজের সূত্রে আসতেন এই মহকুমা শহরে। রানাঘাটের চারপাশে তখন বিপুল নীলচাষ হত। ফলে, নীলবিদ্রোহেরও অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চল। যে নীলচাষ, নীলচাষিদের যন্ত্রণাকেই 'নীলদর্পণে' বুনেছিলেন দীনবন্ধু। রানাঘাটের ইতিহাস অবশ্য আরো পুরোনো। বয়সে কলকাতার চেয়েও বেশ খানিকটা বড়ো এই শহর। কথিত, আগে নাকি এর নাম ছিল ব্রহ্মডাঙা। অবশ্য, এই আদিনামের সত্যতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যেও বিতর্ক রয়েছে। সে যাই হোক, চুর্ণি নদীর তীরে এই ব্রহ্মডাঙাতেই নাকি রানা ডাকাতের ডেরা ছিল। সে শ'পাঁচেক বছর আগের কথা। একচারটি দাপট ছিল বটে রানা ডাকাতের। তাঁর ভয়ে যাত্রীবাহী বা পণ্যবাহী-- কোনো নৌকোই একা একা যেত না চুর্ণি নদী দিয়ে। চুর্ণি নদীর ধারে কালিপুজোও করত রানা ডাকাত। তাঁর ভয়েই ব্রহ্মডাঙাকে সবাই ডাকতে শুরু করল রানা ডাকাতের ঘাঁটি বা রানাঘাট নামে। আর এভাবেই, নিজের নাম বদলে ফেলল এই অঞ্চল। তবে, নামের ধাঁধাঁ কি এত সহজে মেটে। তাই কেউ কেউ বলেন, রানাঘাট নামের মূলে নাকি আসলে রয়েছে 'রানির স্নানের ঘাট'। নদীয়ার রাজপরিবারের বধূ বা পালচৌধুরী জমিদারদের বধূ অর্থাৎ 'রানি'-দের স্নানের ঘাট কথাটিই নাকি লোকমুখে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'রানাঘাট'। আবার, এহেন নামের আড়ালে রাজপুত রানাদের অস্তিত্বও খুঁজে পেয়েছেন অনেকে। সেই রাজপুত রানা-র স্মৃতিই নাকি বহন করছে রানাঘাট নাম।নামকরণের ইতিহাস নিয়ে এহেন জটিলতায় অবশ্য ভ্রূক্ষেপও নেই রানাঘাটের। সে নিজের ইতিহাসেই মত্ত। নানা ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল। এই স্টেশনেই তো একবার নেমেছিলেন খে াদ আইনস্টাইন। যদিও, তারপরের অভিজ্ঞতাটি খুব একটা সুখের হয়নি তাঁর। অবাক হচ্ছেন? তার মানে আপনারা বিভূতিভূষণের 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' গল্পটা পড়েননইনি। শুধু এই গল্প নয়, রানাঘাট স্টেশন থেকে বেরোতেই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। এই হোটেলকে ঘিরেই লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উপন্যাস। একসময় রানাঘাটে নিয়মিত যাতায়াত ছিল বিভূতিভূষণের। ব্রিটিশ আমল থেকেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হত এই শহরে। 'বার্তাবহ'-র সম্পাদক ছিলেন কবি গিরিজানাথ মুখে াপাধ্যায়। এই পত্রিকার অফিসেও সাহিত্যের আড্ডা জমাতে আসতেন বিভূতিভূষণ। এইসব আসা-যাওয়া-আড্ডারই ফসল ঐ গল্প-উপন্যাস। রানাঘাটে এসেছিলেন নজরুল ইসলামও। সে অবশ্য স্বদেশি আন্দোলনের প্রয়োজনে। স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বারবার উত্তাল হয়েছে রানাঘাট। অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবীদেরও অন্যতম কেন্দ্র ছিল এই মফস্ সল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম চরিত্র, মাস্টারদার সহযোগী বিপ্লবী সহায়রাম দাস রানাঘাটেরই ভূমিসন্তান। দ্বীপান্তর হয়েছিল তাঁর। এছাড়াও শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার বসু, কেশবচন্দ্র মিত্র, মহম্মদ হবিবুল্লহ, মহম্মদ কালু শেখ , শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও ঠিকানা এই শহরই।

সাহিত্য-গান-সংস্কৃতিতেও রানাঘাটের ঐতিহ্য বেশ জোরালো। এশিয়ার প্রথম 'রবীন্দ্র ভবন' তৈরি হয়েছিল এখানেই। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে স্থানীয় মানুষরা মিলেই গড়ে তুলেছিলেন 'রবীন্দ্র ভবন'। এখান থেকে প্রকাশিত হত একাধিক পত্র-পত্রিকা। এই রানাঘাটেই বেড়ে উঠেছেন কবি জয় গোস্বামী। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলির জন্ম-সাক্ষী এই ছোটো শহর। অনেকেই হয়তো জানেন না, বিষ্ণুপুরের মতো রানাঘটেরও নিজস্ব সঙ্গীত ঘরানা রয়েছে। এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বন্নে খাঁ, বড়ে দুন্নি খাঁ, রমজান খাঁ, শ্রীজান বাঈ-এর পাশাপাশি যদু ভট্টের কাছ থেকেও তিনি ধ্রুপদের শিক্ষা নিয়েছিলেন। কালক্রমে, একটি নিজস্ব ঘরানার জন্ম দেন নগেন্দ্রনাথ। যে ঘরানার সবচাইতে উজ্জ্বল শিল্পী শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'গুলিনদা' নামেই অবশ্য তাঁর বেশি পরিচিতি।এই রানাঘাটের অন্যতম ঐতিহ্যশালী বংশ 'পালচৌধুরী'-রা। আড়াইশো বছরেরও বেশি আগে কৃষ্ণ পন্থী অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে হয়ে উঠেছিলেন বিরাট ব্যবসায়ী। দান-ধ্যান-সেবায় তাঁর খ্যাতি পৌঁছে গেছিল দূর-দুরান্তরে। তিনি 'পালচৌধুরী' উপাধি পান। সেই থেকেই পালচৌধুরী জমিদার বংশের সূচনা। জমিদার বাড়িটি দেখার মতো। স্কটিশ স্থাপত্যে তিনশোরও বেশি ঘর নিয়ে তৈরি বিশাল ইমারৎ। ভিতরে টেরাকোটার মন্দির। কৃষ্ণনগরের সরভাজা যেমন বিখ্যাত, তেমনই রানাঘাটের পান্তুয়াও কম যায় না স্বাদে। জগু ময়রার পান্তুয়া তো বিখ্যাত। এই রানাঘাটেই একত্র সহাবস্থান শাক্ত-বৈষ্ণব-সুফি-খ্রিস্টানদের। সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দির, গির্জা সবই আছে রানাঘাটে। লোকায়ত ধর্মাবলম্বী মানুষদের দেখাও মিলবে। আর আছে, শহর থেকে দু'পা বেরোলেই ফুলের চাষ। কলকাতা থেকে ৭৪ কিলোমিটার দূরে এইসব নিয়েই দিব্বি আছে রানাঘাট। চুর্ণি নদীর জলে ভেসে আসে ওপার বাংলার ঢেউ। স্টেশনে ট্রেন বারবার উগড়ে দেয় হাজারো মানুষ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মফস্ সলও বদলাচ্ছে, নিজের চরিত্র হারাচ্ছে ধীরে ধীরে। তত আরো বেশি করে স্মৃতিকাতর হচ্ছেন বয়স্করা। তবু, এখনো রানাঘাট নিজেকে ফুরিয়ে ফেলেনি। সে নিজের গল্প আজো বুনতে জানে। কবি মৃদুল দাশগুপ্ত যথার্থ লিখেছেন-

ছোট্ট শহর রানাঘাটে
মানুষ যেন চন্দ্রে হাঁটে

তাদের দেখে সেলাম ঠোকে হিমালয়ের চূড়া। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

চূর্ণি নদীর ধারে তখন নাকি ডাকাতের আস্তানা। সেই ভয়ে সব নৌকো যেত দলবদ্ধভাবে। ডাকাত-সর্দারের এমনই দাপট যে তাঁর জন্যেই কালক্রমে অঞ্চলের পুরোনো নামটিও গেল খসে। সেই থেকে ডাকাত-সর্দারের কিংবদন্তী নামের শরীরে নিয়েই বহরে বাড়ছে রানাঘাট। যদিও, সেই নামকরণ নিয়ে আরো অনেক গপ্প রয়েছে। গপ্পরা আসলে ঘিরে আছে গোটা রানাঘাটকেই। নদীয়া জেলার এই শহর আদতে ঘোর মফস্ সল। সামান্য দূরেই বর্ডার। গেদে পেরোলেই বাংলাদেশ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।